মেহেরপুরে লাইসেন্স ও হেলমেট না থাকায় জরিমানা, ফিলিং স্টেশন পরিদর্শন

মেহেরপুরে লাইসেন্স ও হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল চালানোর দায়ে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। একইসঙ্গে বিভিন্ন ফিলিং স্টেশন পরিদর্শন করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীরের নেতৃত্বে উপজেলার মা ফিলিং স্টেশন, শতাব্দী ফিলিং স্টেশন এবং জেড. কে ফিলিং স্টেশন পরিদর্শন করা হয়। এ সময় ফিলিং স্টেশনগুলোতে স্বাভাবিক কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায়।

পরবর্তীতে সদর উপজেলার আমঝুপি এলাকায় সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে মোটরসাইকেলের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকা এবং চালকদের হেলমেট না পরার দায়ে ৪টি পৃথক মামলায় মোট ১ হাজার ৬০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

এ সময় আইন অমান্যকারীদের সতর্ক করা হয় এবং সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতে নিয়ম মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়।

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে জরিমানা ও সার জব্দ

আলমডাঙ্গা উপজেলায় লাইসেন্স ছাড়াই সার মজুত ও পাচারের অভিযোগে এক সার ব্যবসায়ীর গোডাউনে অভিযান চালিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। এতে বিপুল পরিমাণ সার মজুতের প্রমাণ মিলেছে। ঘটনাটি এলাকায় ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের সার ব্যবসায়ী মিনারুল ইসলাম রাতের আঁধারে চোরাই পথে সার সংগ্রহ করে নিজের গোডাউনে মজুত করতেন। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি বস্তা ডিএপি সারের দাম ১,০৫০ টাকা হলেও তিনি তা ১,৫০০ টাকায় মেহেরপুরের গাংনী ও কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় পাচার করতেন।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে গাংনী-হাটবোয়ালিয়া সড়কের একটি স-মিলের সামনে সন্দেহজনকভাবে চলাচলকারী একটি লাটাহাম্বা গাড়ি স্থানীয় লোকজন থামিয়ে দেন। গাড়িটিতে থাকা ৫০ বস্তা ডিএপি সার উদ্ধার করা হয়। পরে জানা যায়, এসব সার মিনারুল ইসলামের গোডাউন থেকে পাচারের জন্য নেওয়া হচ্ছিল।

পরদিন বুধবার দুপুরে খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশিষ কুমার বসু ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ পলাশ ওই গোডাউনে অভিযান চালান। কর্মকর্তারা জানান, সেখানে বিএডিসি বা বিসিআইসির কোনো বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই প্রায় এক হাজার বস্তা ডিএপি, টিএসপি, ইউরিয়া ও অন্যান্য সার মজুত পাওয়া যায়।

অভিযানের সময় স্থানীয় সার সিন্ডিকেটের কয়েকজন লোক ঘটনাস্থলে উত্তেজনা সৃষ্টি করেন। তাঁরা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে অসৌজন্যমূলক আচরণ করলে পরিস্থিতি থমথমে হয়ে ওঠে। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ঘটনার পর সহকারী কমিশনার (ভূমি) মিনারুল ইসলামকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন এবং উদ্ধার হওয়া ৫০ বস্তা ডিএপি সার জব্দ করেন। উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি বিভাগ জানিয়েছে, বৈধ লাইসেন্স ছাড়া সার ব্যবসা এবং সার সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ পলাশ বলেন, মিনারুল ইসলামের নামে কোনো লাইসেন্স নেই। তিনি অবৈধভাবে সার ব্যবসা করছেন। কৃষক সাজিয়ে তাঁর লোকজন আমাদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণও করেছে। সিন্ডিকেটে যারা জড়িত থাকুক, প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ ঘটনায় কৃষকেরা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, সার পাচার বন্ধ না হলে ন্যায্যমূল্যে সার পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে। প্রশাসনের এ অভিযান তাঁদের কাছে আশার বার্তা হয়ে এসেছে।

আলমডাঙ্গায় লাইসেন্স না থাকায় দু’গো-খাদ্য বিক্রেতাকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় লাইসেন্স বিহীন গো-খাদ্য বিক্রয়ের অভিযোগে দুই দোকান মালিককে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ রবিবার বিকেলে পৌরসভাধীন হাউসপুর এলাকায় উপজেলা নির্বাহি অফিসার স্নিগ্ধা দাস এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এসময় দু’দোকান মালিককে ২২ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌরসভা এলাকায় অসংখ্য গো-খাদ্য বিক্রেতা রয়েছে। বিভিন্ন সময় ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে নকল ভূসিসহ বিভিন্ন খাবার বিক্রয়ের অভিযোগ তোলেন ক্রেতারা। তবুও প্রাণীসম্পদ বিভাগ নিরব ভূমিকা পালন করেন। ওই দপ্তরের জনবল সংকটের জন্য অনেক ব্যবসায়ীর নেই প্রাণীসম্পদ অধিদফতরের অনুমোদিত লাইসেন্স।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা প্রাণীসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা আব্দুল্লাহিল কাফির নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহি অফিসার স্নিগ্ধা দাস। এসময় হাউসপুর এলাকার ভূসিমাল বিক্রেতা সোহানুর রহমান বাবলুকে ১০ হাজার টাকা ও মিজানুর রহমানকে ১২ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আলমডাঙ্গার সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের রবিউলের ৭ বছর দাদাগিরি

আলমডাঙ্গার সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ভুয়া জন্মসনদ দিয়ে লাইসেন্স বানিয়ে জমি রেজিস্ট্রি করার অভিযোগ উঠেছে দলিল লেখক রবিউল

ইসলামের বিরুদ্ধে । সে কুষ্টিয়া জেলার আমবাড়িয়া ইউনিয়নের মৃত ইয়াকুব আলীর ছেলে।

দীর্ঘদিন যাবৎ সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সমিতি ও দাপ্তরিক কর্মচারীদের আর্থিক আতাতের মাধ্যমে দলিল লেখকের কাজ চালিয়ে আসছে। ভুয়া নাগরিক ও জন্মনিবন্ধন তথ্য প্রদানের মাধ্যমে লাইসেন্স নিয়েছে বলে অনেক দলিল লেখক অভিযোগ করেন।

স্থানীয় দলিল লেখকেরা অভিযোগ করে বলেন, গত ৭/৮ বছর পূর্বে আলমডাঙ্গার সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে দলিল লেখকের কাজ শুরু করেন রবিউল। সে নিজের বাড়ি কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামে দাবি করে ভুয়া জন্মনিবন্ধন ও নাগরিক সনদপত্র সংগ্রহ করেন।

ভুয়া তথ্য ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা (ডিআরও) অফিসে দলিল লেখকের লাইসেন্সের জন্য আবেদন করে। তৎসম্পর্কে যাচাই-বাছাই না করে লাইসেন্স প্রদান করে ডিআরও অফিস।

এ নিয়ে বিগত দিন দলিল লেখকেরা প্রতিবাদ করলেও তা অদৃশ্য কারণেই ধামাচাপা পড়ে। এনিয়ে বিগত দিন চুয়াডাঙ্গা জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ও (ডিআরও) বরাবর লিখিত অভিযোগ প্রদান করলেও রবিউলের লাইসেন্স পূর্ণবহাল থাকে।

ভুয়া দলিল লেখক রবিউল ইসলাম জানান, কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার আমবাড়িয়া ইউনিয়নের মন্ডলপাড়া গ্রামে বাড়ি। তবে, দীর্ঘদিন যাবৎ আমি আলমডাঙ্গা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে দলিল লেখকের কাজ করি। আমি আসাননগরে বসবাসের কারনে তখনই কাগজপত্র দিয়ে লাইসেন্স করেছি।

তিনি আরো জানান, এখনো ভোটার ও নাগরিক মীরপুর থানার আমবাড়িয়া ইউনিয়ন। দলিল লেখক রবিউলের নিকট লাইসেন্সের নাম্বার জানতে চাইলে সে দেখাতে পারেনি।

এবিষয়ে আলমডাঙ্গা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল লেখক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমজেদ হোসেন জানান, কোনো দলিল লেখক ভুয়া জন্মনিবন্ধন ও নাগরিক সনদে লাইসেন্স পাবে না। যদি কেউ তার তথ্য গোপন রাখে তাহলে দলিল লেখক বরাবর দলিল রেজিস্ট্রি না করার জন্য দরখাস্ত প্রদান করা হবে।

তিনি আরো বলেন, রবিউলের বিষয়ে আমাদের নিকট কোন তথ্য নেই। আমি খোজখবর নিয়ে দেখছি। ঘটনার সত্যতা পেলে সমিতির পক্ষ থেকে